সমাস

সমাস অর্থ কী ?

প্রবাল চক্রবর্তী

সমাস

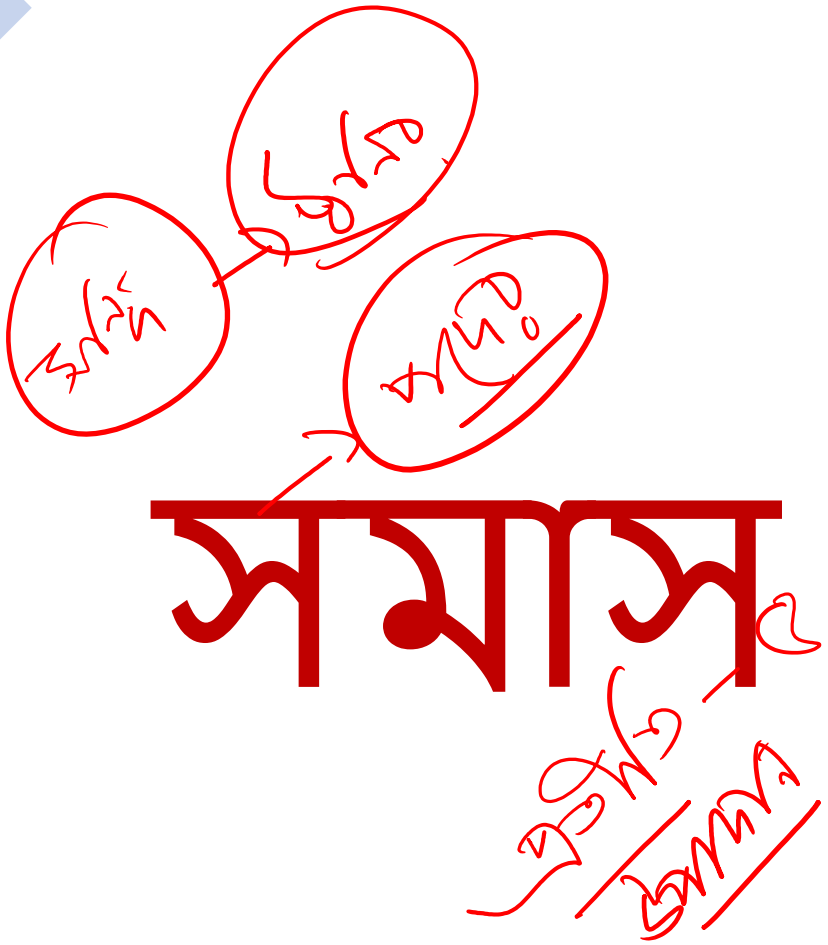

সম + √অস+ অ

মিলন, সংক্ষেপণ, একপদীকরণ

সমাস সংশ্লিষ্ট শব্দগুলোর সংজ্ঞা

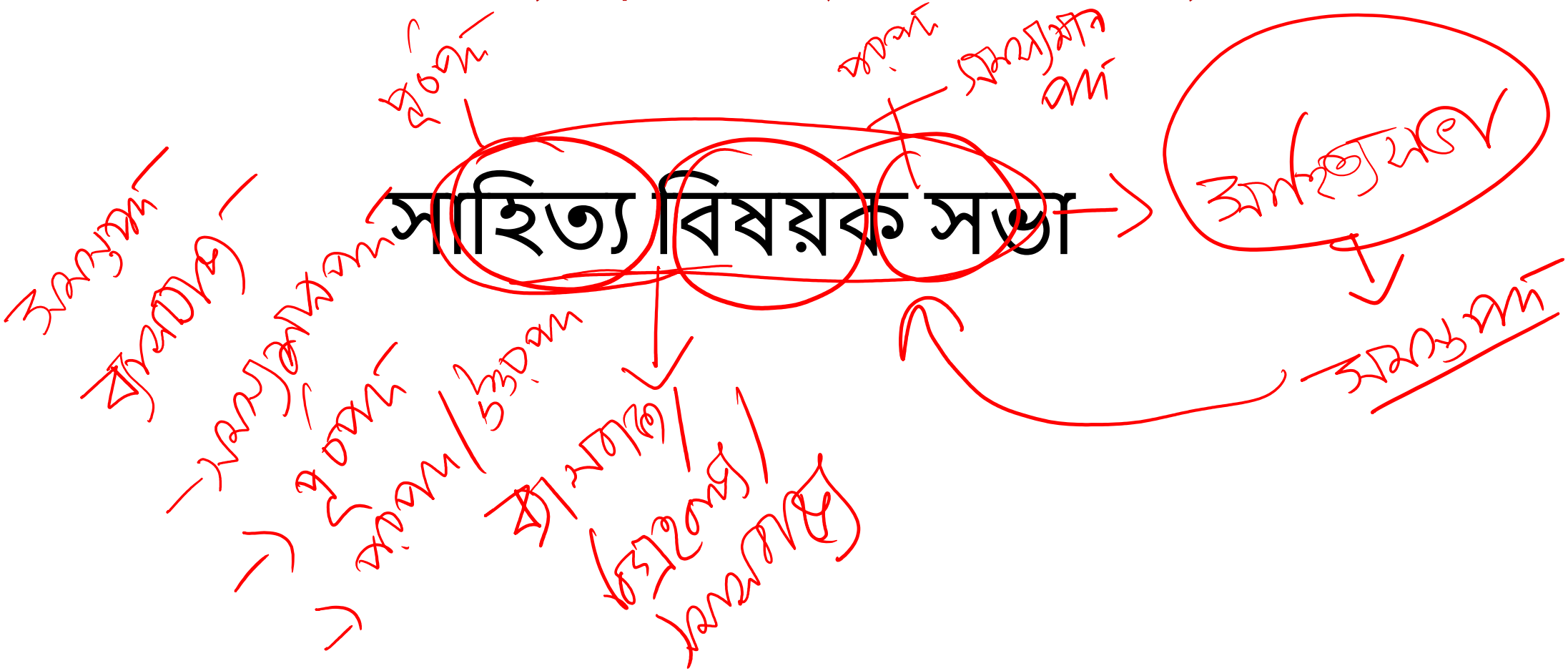

সমাসের প্রকারভেদ

দ্বন্দ্ব সমাস	দ্বিগু	কর্মধারয়
তৎপুরুষ	অব্যয়ীভাব	বহুব্রীহি

সমাসের প্রকারভেদ (নতুন বই ৪ প্রকার)

দ্বন্দ্ব সমাস	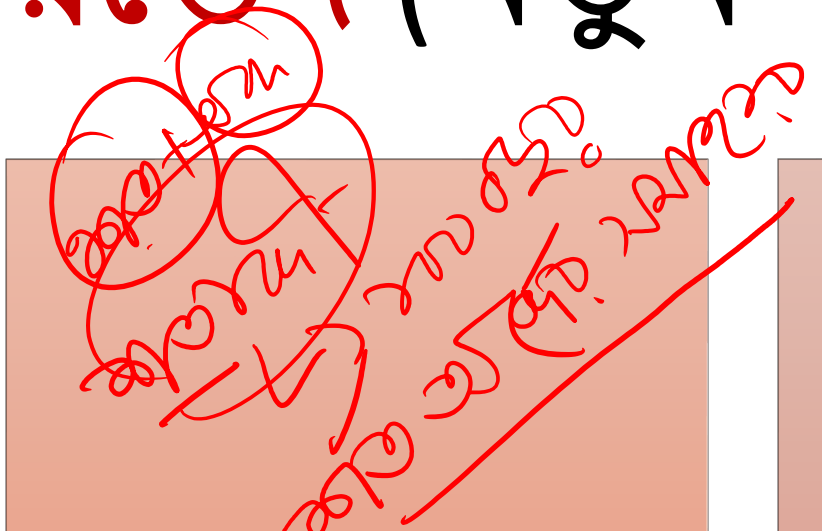	কর্মধারয়
তৎপুরুষ	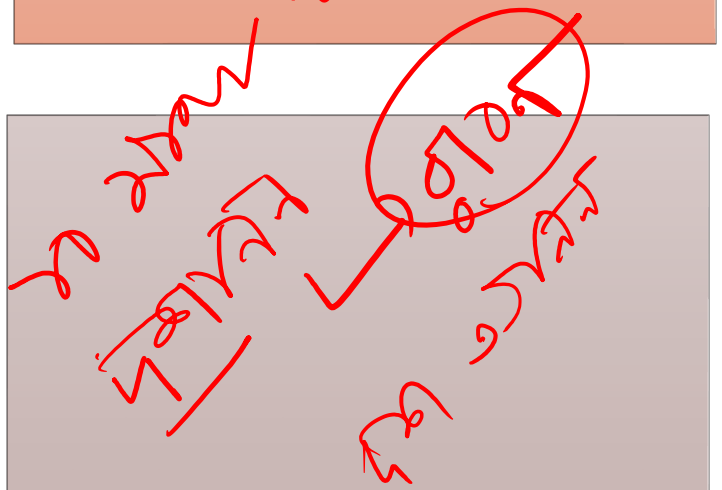	বহুব্রীহি

প্রকারভেদ

অব্যয়ীভাব - পূর্বপদ

দ্বিগু - পরপদ

কর্মধারয় - পরপদ

তৎপুরুষ - পরপদ

দ্বন্দ্ব সমাস - উভয়পদ

বহুব্রীহি - কোন পদের অর্থের প্রাধান্য না পেয়ে ৩য় কোন অর্থ প্রাধান্য পাবে।

বৈশিষ্ট্যের বিচারে সমাস ৪ প্রকার।

- দ্বন্দ্ব সমাস - উভয়পদ
- তৎপুরুষ - পরপদ
- অব্যয়ীভাব - পূর্বপদ
- বহুব্রীহি - কোন পদ নয়

বৈশিষ্ট্যের বিচারে দ্বিগু ও কর্মধারয় কোন শ্রেণির সমাস?

তৎপুরুষ

সমাসের ছড়া

মন্দ,

যে যিনি যেটি তিনি
কর্মধারয় হয়,

যাহার বাক্যের শেষে
বহুব্রীহি পায়,

বিভক্তি লোপ পেলে
তৎপুরুষ হবে,

ব্যয় হীন পদটি জেনো
অব্যয়ী হবে,

বিভক্তি না লুপ্ত হলে অলুক
সমাস হয়,

দ্বন্দ্ব সমাস

জোড়া, যুগল, যুগ্ম, মিলন

দুটো পদ বিদ্যমান (উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য)

বাবা-মা = বাবা ও মা

টেবিল-চেয়ার = টেবিল ও চেয়ার

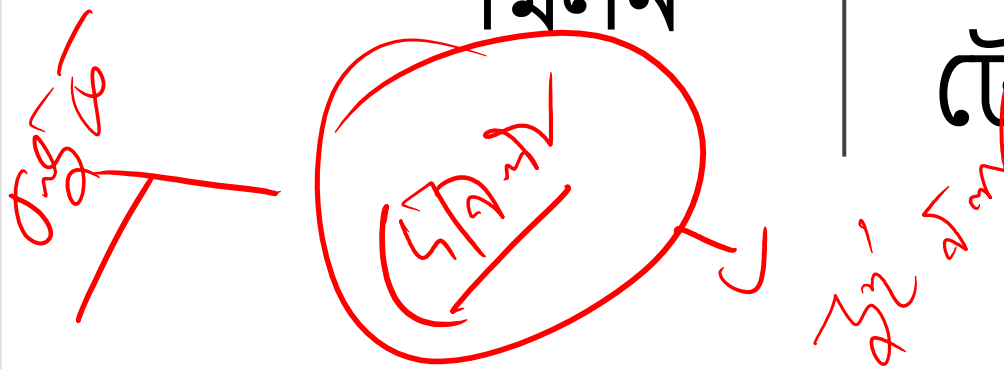

P2A

দ্বন্দ্ব সমাস

বাবা

- বাবা - সমাস নয় (শব্দ)
- পাগলাবাবা- সমাস (একজনকে বুঝায় তাই দ্বন্দ্ব নয়)
- বাবা-মা- (উভয়কে বুঝায় তাই দ্বন্দ্ব সমাস)

১. মিলনার্থক শব্দযোগে:	মা-বাপ, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি, চা-বিস্কুট
২. বিরোধার্থক শব্দযোগে:	দা-কুমড়া, অহি-নকুল, ইত্যাদি
৩. বিপরীতার্থক শব্দযোগে:	আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান
৪. অঙ্গবাচক শব্দযোগে:	হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, নাক-মুখ
৫. সংখ্যাবাচক শব্দযোগে:	সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, উনিশ-বিশ
৬. সমার্থক শব্দযোগে:	হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, খাতা-পত্র
৭. প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে:	কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধূতি-চাদর
৮. দুটি সর্বনামযোগে:	যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে
৯. দুটি ক্রিয়াযোগে:	দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, দেওয়া-থোওয়া
১০. দুটি ক্রিয়াবিশেষণযোগে:	ধীরে-সুস্থে, আগে-পাছে, আকারে-ইঙ্গিতে
১১. দুটি বিশেষণযোগে:	ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া

অলুক দ্বন্দ্ব

যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে।

যেমন: দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে।

বহুপদী দ্বন্দ্ব

তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে **বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস** বলে।

যেমন: সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ, টক-ঝাল-মিষ্টি।

P2A

একশেষ দ্বন্দ্ব

আমি, তুমি ও সে = আমরা

তুমি ও সে = তোমরা

তুই ও সে = তোরা

যাতায়াত = যাওয়া ও আসা

বাবা, কাকা ও জ্যাঠা = বাবারা

যে দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্তপদটি একটিমাত্র সমস্যমান পদের বহুবচনের রূপের সাহায্যে গঠিত হয়, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। একটিমাত্র পদ শেষ বা অবশিষ্ট থাকে বলেই এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

দ্বন্দ্ব সমাস

(মনে রাখতে হবে)

- অহর্নিশ = অহঃ ও নিশা
- কুশীলব = কুশ ও লব
- অহোরাত্র = অহঃ ও রাত্রি
- দিবারাত্র = দিবা ও রাত্রি
- দম্পতি = জায়া ও পতি

দ্বিগু কর্মধারয় সমাস

সমাহার বা সমষ্টি বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে **দ্বিগু কর্মধারয় সমাস** বলে। দ্বিগু সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়।

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী

তবে অনেক ব্যাকরণবিদ দ্বিগু সমাসকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত

দ্বিগু সমাস

ত্রিকাল

চৌরাস্তা

তেমাথা

শতাব্দী

পঞ্চবটী (অশ্বত্থ-বট-বিল্ব-আমলকী ও অশোক-এই পাঁচ প্রকার বৃক্ষের অরণ্য)

ত্রিপদী

ত্রিফলা

নবরত্ন

পঞ্চনদ

পঞ্চভূত

ষড়

প্রশ্নোত্তর পর্ব

দ্বিগু সমাসের দৃষ্টান্ত কোনটি?

ক) দশানন

খ) চৌচালা

গ) ত্রিনয়ন

ঘ) পঞ্চানন

দ্বিগু সমাস ??

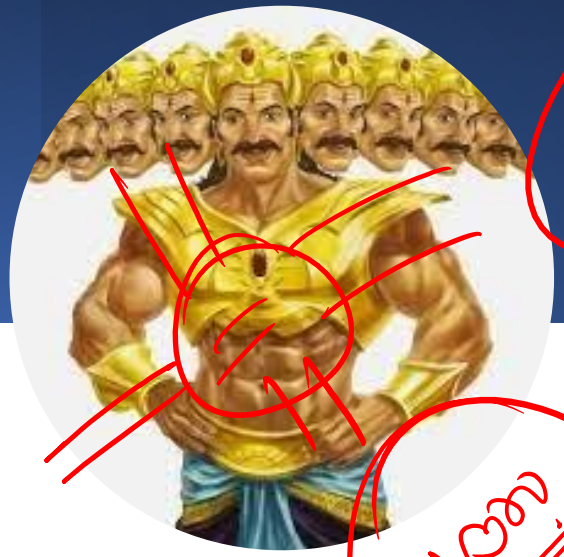

দশানন

বারহাতি

চৌচালা

সেতার

ত্রিনয়ন

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

বার হাত পরিমাণ যার-

পঞ্চ আনন যার-

দশভুজা- দশ ভুজ আছে যার-

অব্যয়ীভাব সমাস

অব্যয়ের ভাব বর্তমান

পূর্বপদে অব্যয় বা উপসর্গ

পরপদে বিশেষ্য থাকে

অব্যয়ীভাব সমাস

পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্য

নিরামিষ-

পরপদে বিশেষ্য থাকে

আ হা অতি নির পর অনু উপ প্রতি যথা উৎ

এই ১০টি অব্যয়সূচক শব্দ কোনো শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে মূল শব্দের অর্থের পরিবর্তন বা প্রভাবিত করলে, অথবা শব্দের শেষে ‘টে’ থাকলে অথবা অভাব বুঝালে তা অব্যয়ীভাব সমাস।

আ হা অতি নির পর অনু উপ প্রতি যথা উৎ টে

অব্যয়ীভাব সমাস

যথাসময় – সময়কে অতিক্রম না করে

আমরণ – মরণ পর্যন্ত

আরক্তিম – ঈষৎ রক্তিম

হাভাতে – ভাতের অভাব

আপাদমস্তক – পা থেকে মাথা পর্যন্ত

নির্ভাবনা – ভাবনার অভাব

অনুগমন – পশ্চাৎ গমন

উপকণ্ঠ – কণ্ঠের সমীপে

উপনদী – ক্ষুদ্র নদী

উপশহর – শহরের সদৃশ

প্রতিচ্ছায়া – ছায়ার প্রতিনিধি

প্রতিবিম্ব- বিম্বের প্রতিনিধি

উদ্বেল – বেলাকে অতিক্রান্ত

P2A

অব্যয়ীভাব

- সামীপ্য, সাদৃশ্য, ক্ষুদ্রার্থে> উপ /গর/ দুর
- অতিক্রান্ত অর্থে> উৎ
- ঈষৎ ও পর্যন্ত অর্থে> আ
- অনতিক্রম বুঝালে> যথা
- প্রতিনিধি, বিরোধী ও বিপ্সাতে> প্রতি

অভাব থাকলে> আ/ বে /হা /নির

পশ্চাতে> অনু

প্রশ্নোত্তর পর্ব

যথারীতি কোন সমাসের দৃষ্টান্ত?

ক) দ্বিগু

খ) অব্যয়ীভাব

গ) দ্বন্দ্ব

ঘ) কর্মধারয়

কোন অর্থে তা জানতে হবে

- কণ্ঠের সমীপে= উপকণ্ঠ, কূলের সমীপে= উপকূল
- বিপ্সা (অনু, প্রতি)
- অভাব (নিঃ= নির)
- পর্যন্ত (আ)
- সাদৃশ্য (উপ)
- অনতিক্রম্যতা (যথা)
- অতিক্রান্ত (উৎ)
- বিরোধ (প্রতি)

পশ্চাৎ (অনু)

- ঈষৎ (আ)
- ক্ষুদ্র অর্থে (উপ)
- পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে (পরি বা সম)
- দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর)
- প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি)
- প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে (প্রতি)
- সম্পর্ক অর্থে (সম,বিষয়)
- যোগ্যতা অর্থে (অনু)

- **দুইপক্ষ** - কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ।
- **দুই অয়ণ** - উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন।
- **ত্রি ভুবন** – স্বর্গ, মর্ত, পাতাল।
- **ত্রিফলা** - হরীতকী, বিভীতকী বা বহেড়া, আমলকী।
- **ত্রিকাল** - অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ।
- **ত্রিকুল** - পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুল।
- **ত্রিবেণী** - গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী।
- **ত্রিপিটক** - সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম।
- **ত্রিরত্ন** - বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ।
- **ত্রিবর্গ** - ধর্ম, অর্থ, কাম।

- চারবেদ - ঋক, সাম, যজু, অথর্ব।
- চারযুগ - সত্য, ত্রেতা দ্বাপর, কলি।
- চতুর্বর্গ - ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।
- চতুরঙ্গ সেনা - হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক।
- চতুর্ধাম - রামনাথ, বৈদ্যনাথ, জগন্নাথ, দ্বারকানাথ।
- চতুরাশ্রম - ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস।
- চতুর্বর্ণ - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।
- পঞ্চনদী - কিরণা, ধূতপাপা, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা।
- পঞ্চনদ - ঝিলম বা বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, শতদ্রু।
- পাঁচফোড়ন - মৌরি, মেথি, কালোজিরে, জিরে
- পঞ্চবটী - অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, আমলকী, অশোক।
- পঞ্চভুত - ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুত, ব্যোম।
- পঞ্চরত্ন - নীলকান্ত, হীরক, পদ্মরাগ, মুক্তা, প্রবাল।
- পঞ্চশস্য - ধান, যব, মাষ, তিল, মুগ।
- পঞ্চামৃত - দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি।
- পঞ্চপল্লব - আম, অশ্বত্থ, পাকুড়, বট, যজ্ঞডুমুর।
- পঞ্চপাণ্ডব - যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব।
- পঞ্চকন্যা - অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তি, তারা, মন্দোদরী।
- পঞ্চ ইন্দ্রিয় - চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক।

- ছয়ঋতু - গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।
- ষড়ঙ্গ - দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র, গোময়, গোরোচনা।
- ষড়রিপু - কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য
- সাতসমুদ্র - লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দধি, ক্ষীর, স্বাদূদক।
- সপ্তস্বর্গ – ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বলোক, জনলোক, মহর্লোক বা মহোলোক, তপর্লোক, সত্যলোক।

মহাতল, রসাতল, পাতাল।

- সপ্তধাতু(আয়ুর্বেদ)- বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, শুক্র, মাংস, অস্থি।
- সপ্তর্ষি - মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ।
- সুরসপ্তক - সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি।
- সপ্তকাণ্ড রামায়ণ - আদি বা বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা বা যুদ্ধ, উত্তরা।
- সপ্তরথী - দ্রোণাচার্য, কর্ণ, কৃপাচার্য,

- অষ্টধাতু - স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল, কাংস্য, ত্রপু, সীসক, লৌহ।
- অষ্টকাল - প্রাতঃ, পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, অপরাহ্ন, প্রদোষ, মধ্যরাত্রি, নিশান্তক।
- নব(নয়)
- নবগ্রহ (পৌরাণিক) - সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু।
- নবরত্ন - ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি।
- নবদুর্গা - শৈলপুত্রী বা পার্বতী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী, সিদ্ধিদা।
- নবরস - আদি বা শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত।
- নব গুণ - আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ, দান।
- নব শাখ - তাঁতি, মালাকার, সদগোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুমোর, তিলি, ময়রা।

- একাদশরুদ্র - অজ, একপাদ, অতিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর।
- বারোমাস - বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র।
- বারো রাশিচক্র - মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন
- চতুর্দশমনু - সায়ম্ভুব, সাবর্ণ, স্বারোচিষ, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি।
- চতুর্দশ ভুবন – সপ্তস্বর্গ (ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বলোক, জনলোক, মহর্লোক বা মহোলোক, তপর্লোক, সত্যলোক) ও সপ্তপাতাল (অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল)।
- ষোলকলা - প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা।

- যথারীতি কোন সমাস?
- পূর্বপদে সংখ্যা থাকলে কোন সমাস?
- জলে-স্থলে কোন সমাস?

- আনত কোন সমাস?

- উদ্বেল কোন সমাস?

- সেতার কোন সমাস?

- সমাস দ্বারা গঠিত হয়?
- সমাসবদ্ধ পদকে কী বলে?
- বাসবাক্য কোন পদকে ব্যাখ্যা করে?

- অর্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে সমাস কত প্রকার?
- নয়-ছয় কোন সমাস?

- অনুধাবন কোন সমাস?

- সমাস ভাষাকে কী করে?

- চতুর্দশপদী কোন সমাস?
- পসুরি কোন সমাস?

- সপ্তাহ কোন সমাস?
- বারোহাতি কোন সমাস?

- লেনদেন কোন সমাস?

- আইন-আদালত কোন সমাস?

- এখানে-সেখানে কোন সমাস?
- টক-ঝাল-মিষ্টি কোন সমাস?

কর্মধারয় সমাসে পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে

যে সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে **কর্মধারয় সমাস** বলে।

অনেক ব্যাকরণবিদ কর্মধারয় সমাসকে **তৎপুরুষ সমাসের** অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন।

সাধারণ কর্মধারয়

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

উপমান কর্মধারয়

উপমিত কর্মধারয়

রূপক কর্মধারয়

সাধারণ কর্মধারয়

ক. **বিশেষণ + বিশেষ্য** = কাঁচকলা, রাঙামাটি, টাকমাথা, মহাপৃথিবী

খ. **বিশেষণ + বিশেষণ** = চালাকচতুর, ক্ষতবিক্ষত, টকঝাল

গ. **বিশেষ্য + বিশেষণ** = আলুসিদ্ধ, বেগুনভাজা, হলুদবাটা,নরাধম, নরোত্তম

ঘ. **বিশেষ্য + বিশেষ্য** = দাদাভাই, ঠাকুরমশাই, ডাক্তারসাহেব, দাদাশ্বশুর, গুরুদেব

P2A

সিংহ চিহ্নিত আসন-

মানিব্যাগ =

সাহিত্যসভা=

স্মৃতিসৌধ =

ঘরজামাই=

ঘিভাত =

যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়** সমাস বলে।

P2A

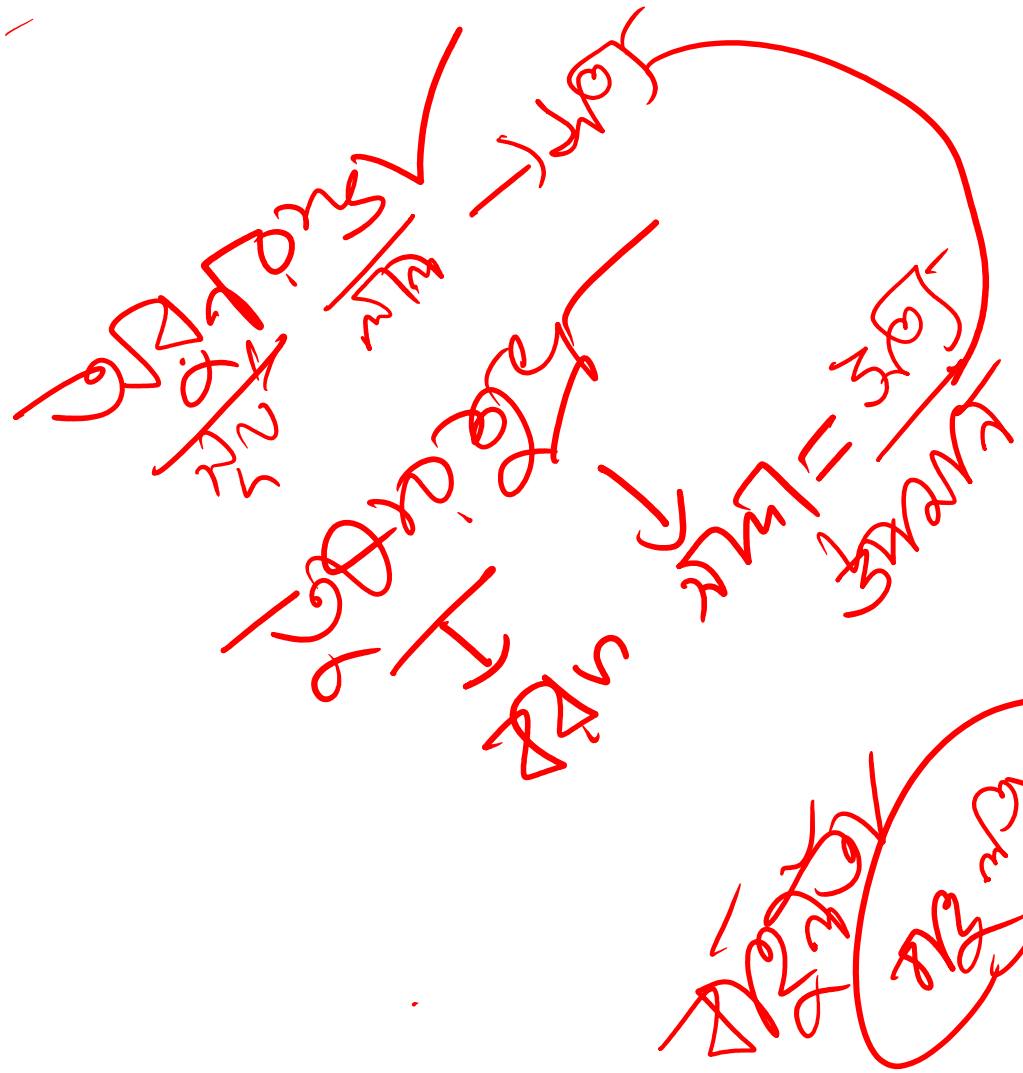

তুলনা। যার সাথে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর তুলনা করা হয় তাকে উপমান বলে।

- **উপমেয়/উপমিত** = যাকে তুলনা করা হয় তাকে উপমেয়/উপমিত বলে।

- **সাধারণ ধর্ম:**

শশকের ন্যায় ধাবিত = শশধাবিত

কাজলের ন্যায় কালো = কাজলকালো

রক্তের ন্যায় লাল = রক্তলাল

বরফের ন্যায় সাদা = বরফসাদা

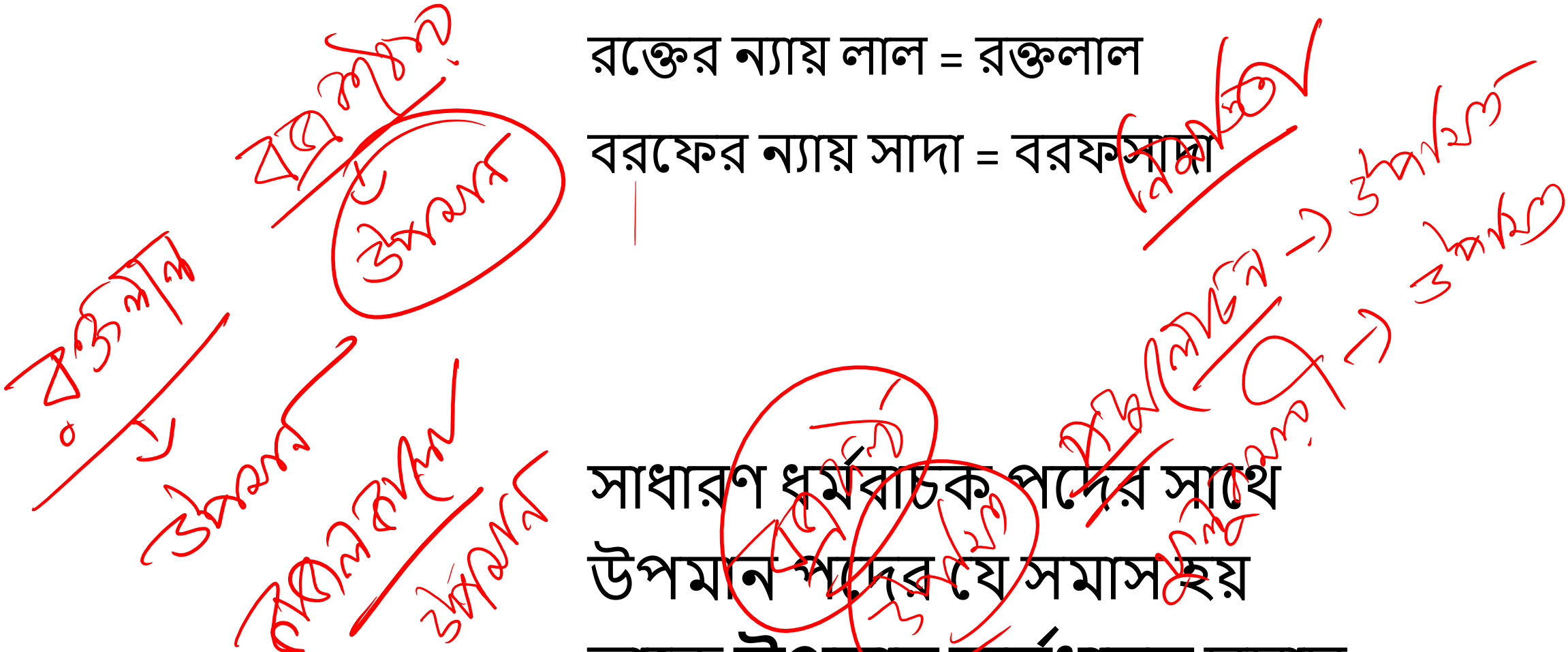

সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয় তাকে **উপমান কর্মধারয়** সমাস বলে।

চরণকমল -

পুরুষসিংহ -

বাহুলতা -

সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে **উপমিত কর্মধারয়** সমাস বলে। এক্ষেত্রে সাধারণ গুণটি ব্যাসবাক্য বা সমস্তপদে থাকে না, বরং অনুমান করে নেওয়া হয়। এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে।

বিদ্যাধন =

বিষাদসিন্ধু =

মনমাঝি =

পরানপাখি-

উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে **রূপক কর্মধারয়** সমাস হয়।

এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে ও উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে 'রূপ' অথবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়

চাদমুখ, চন্দ্রমুখ, মুখচন্দ্র

চাঁদমুখ	চাঁদ রূপ মুখ	রূপক কর্মধারয় (সূত্র: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত- বাঙ্গালা ব্যাকরণ)
	চাঁদের মত/ন্যায় মুখ	• উপমিত কর্মধারয়(সূত্র: ড. মুহাম্মদ এনামুল হক প্রণীত ব্যাকরণ মঞ্জরী) • উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড. হায়াৎ মামুদ প্রণীত- ভাষা শিক্ষা)
চন্দ্রমুখ	চন্দ্র রূপ মুখ	রূপক কর্মধারয় সমাস
	চন্দ্রের ন্যায় মুখ	উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড. হায়াৎ মামুদ প্রণীত- ভাষা শিক্ষা)
	চন্দ্রের ন্যায় মুখ যার	বহুব্রীহি সমাস (সূত্র: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণ।
মুখ চন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকারণ।)
	মুখ চন্দ্রের তুল্য	উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড.হায়াৎ মাহমুদ প্রণীত-ভাষা শিক্ষা)

পরপদ প্রাধান্য পাবে

পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পাবে

বিভক্তি

দ্বিতীয়া, চতুর্থী=কে,রে

তৃতীয়া - দ্বারা, দিয়া, কতৃক

পঞ্চমী - হতে, থেকে, চেয়ে

ষষ্ঠী - র, এর

সপ্তমী - এ, য়, তে

রথচালন=

পুত্রলাভ=

জ্ঞানশূন্য=

অস্ত্রোপচার=

শিশুবিভাগ =

বিয়েপাগলা=

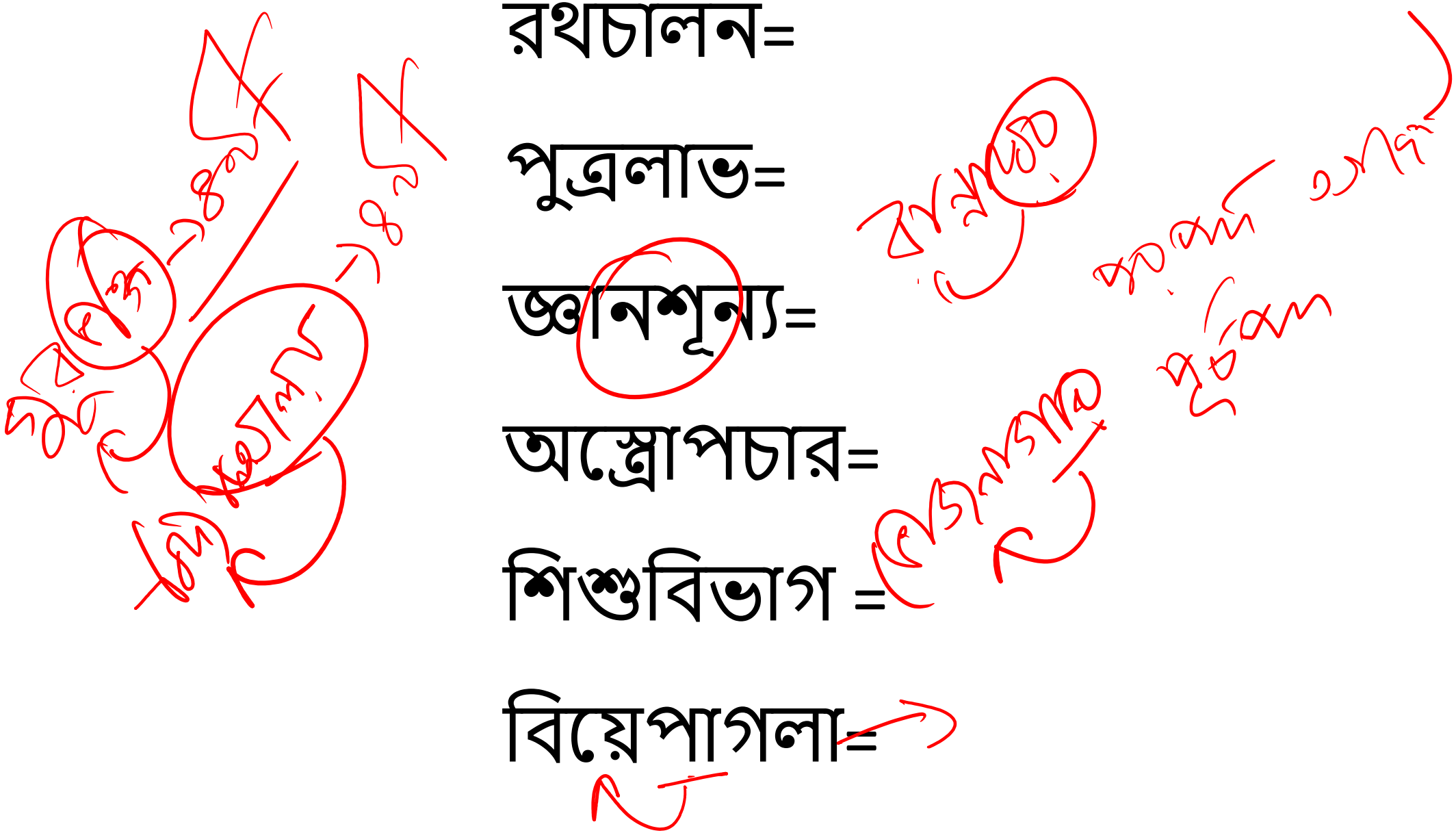

ঋণমুক্ত =

আগাগোরা=

শ্বশুরবাড়ি =

পূর্বাহ্ণ =

অকালপক্ক =

রাতকানা =

দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী,

ন্‌ঞ্‌, উপপদ ও অলুক তৎপুরুষ সমাস।

নয় প্রকার

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস** বা **কর্ম তৎপুরুষ** বলে।

দুঃখপ্রাপ্ত-

বিপদাপন্ন-

ব্যাপ্তি(বিস্তৃতি) অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী= চিরসুখী।('চির' হলে চিন্তা ছাড়া দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হবে।)

চিরসুখী = চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী

চিরকৃতজ্ঞ = চিরকাল ব্যাপিয়া কৃতজ্ঞ

চিরবঞ্চিত = চিরকাল ব্যাপিয়া বঞ্চিত

চিরশত্রু = চিরকাল ব্যাপিয়া শত্রু

চিরস্থায়ী = চিরকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী

ক্ষণস্থায়ী = ক্ষণকাল ধরে স্থায়ী

চিরকুমারী = চিরকাল ব্যাপিয়া কুমারী

চিরদুঃখী = চিরকাল ব্যাপিয়া দুঃখী

চিরবসন্ত = চিরকাল ব্যাপিয়া বসন্ত

চিরস্মরণীয় = চিরকাল ব্যাপিয়া স্মরণীয়

দীর্ঘস্থায়ী = দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী

তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস** বলে।

মন গড়া-

কষ্টার্জিত-

মধুমাখা-

তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস

ঊন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।

জ্ঞানশূন্য =

বিদ্যাহীন =

উপকরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।

স্বর্ণমণ্ডিত-

হীরকখচিত-

চন্দনচর্চিত-

চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস

- ব্যাসবাক্যের পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস** বলে।

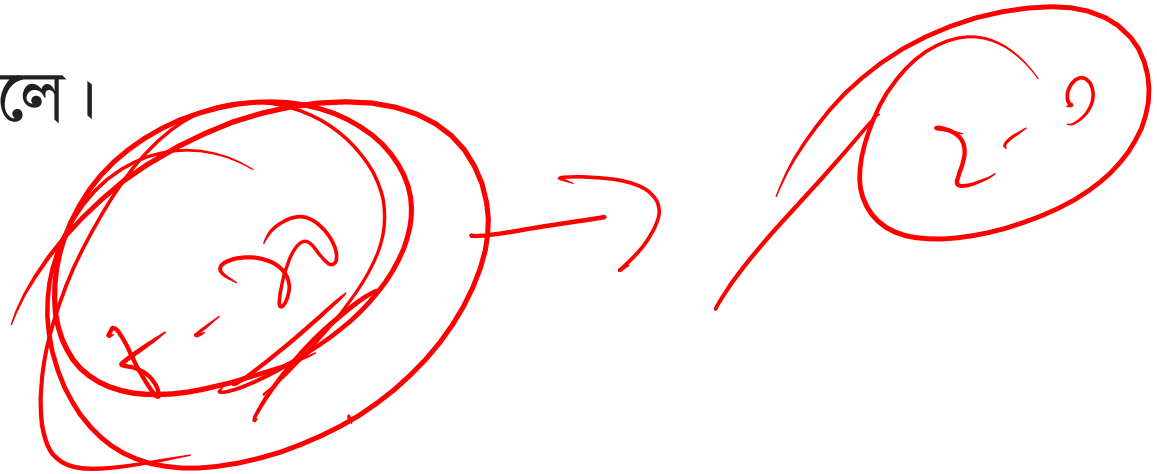

- গুরুভক্তি-
- বসতবাড়ি-
- দেশপ্রেম-
- মুক্তিযুদ্ধ=

চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস

সমস্ত পদের **পরপদ ‘আলয়’ আগার, যাত্রা,**

দেবদত্ত = দেবকে দত্ত

তপোবন= তপের নিমিত্ত বন

দেশের জন্য প্রেম = দেশপ্রেম

মুক্তির জন্য যুদ্ধ = মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তির জন্য পণ = মুক্তিপণ

তীর্থের জন্য যাত্রা = তীর্থযাত্রা

যুদ্ধের জন্য যাত্রা = যুদ্ধযাত্রা

জয়ের জন্য যাত্রা = জয়যাত্রা

পাঠের জন্য আগার = পাঠাগার

গবেষণার জন্য আগার = গবেষণাগার

বিশ্রামের জন্য আগার = বিশ্রামাগার

গ্রন্থের জন্য আগার = গ্রন্থাগার

ভোজনের জন্য আগার = ভোজনাগার

গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি

পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস

পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা) লুপ্ত হয়ে উত্তরপদের অর্থ প্রধান থাকে, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে।

জন্ম থেকে অন্ধ = জন্মান্ধ, পদ হতে চ্যুত = পদচ্যুত, গাঁ থেকে খেদানো = গাঁখেদানো, বিলেত থেকে ফেরত = বিলেতফেরত, জেল থেকে পালানো জেলপালানো, খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া ইত্যাদি।

এ রকম : কণ্ঠনিঃসৃত, দুগ্ধজাত, বোঁটাখসা, স্বর্গচ্যুত, কারামুক্ত, কৃষিজাত, গদিচ্যুত, দলচ্যুত, বৃন্তচ্যুত, লক্ষ্যচ্যুত, চাকভাঙা, জেলফেরত, দলছুট, দলভ্রষ্ট, পথভ্রষ্ট, সত্যভ্রষ্ট, বন্ধনমুক্ত, বিক্রয়লব্ধ, বিদেশাগত, মেঘমুক্ত, রোগমুক্ত স্কুলপালানো, স্নেহবঞ্চিত, হাতছাড়া ইত্যাদি

সাধারণত চ্যুত, জাত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়।

যেমন : স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো, জেল থেকে মুক্ত, শাপমুক্ত, জেলখালাস, বোঁটাখসা, আগাগোড়া ইত্যাদি।

কোনো কোনো সময় পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে ‘এর’, ‘চেয়ে’ ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যথা পরানের চেয়ে প্রিয় = পরানপ্রিয়।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস** বলে।

চাবাগান-

রাজপুত্র-

শ্বশুড়বাড়ি-

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে 'রাজা' স্থলে 'রাজ' এবং 'পিতা', 'মাতা', 'ভ্রাতা' স্থলে 'পিতৃ', 'মাতৃ', 'ভ্রাতৃ' হয়। যেমন:
- গজনীর রাজা=
- রাজার পুত্র=
- পিতার ধন=
- মাতার সেবা=
- ভ্রাতার স্নেহ=
- পুত্রের বধূ=

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

মামার বাড়ি = মামাবাড়ি
পথের রাজা = রাজপথ
উপলের খণ্ড = উপলখণ্ড (প্রস্তরখণ্ড)
কবিদের গুরু = কবিগুরু

গৃহের কর্ত্রী = গৃহকর্ত্রী
পাষাণের স্তূপ = পাষাণস্তূপ

পুষ্পের সৌরভ = পুষ্পসৌরভ
বজ্রের সম = বজ্রসম

ভারের অর্পণ = ভারার্প
সুখের সময় = সুখসময়
ধানের খেত = ধানখেত

হংসের রাজা = রাজহংস

কর্মের কর্তা = কর্মকর্তা

চায়ের বাগান = চা-বাগান

ঝরনার ধারা = ঝরনাধারা

পুষ্পের অঞ্জলি =পুষ্পাঞ্জলি

প্রাণের বধ = প্রাণবধ

বনের মধ্যে = বনমধ্যে

ভুজের বল = ভুজবল

মৃগীর শিশু = মৃগশিশু

ফুলের বাগান = ফুলবাগান

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

- পরপদে সহ, তুল্য, নিভ, প্রায়, প্রতিম- এসব শব্দ থাকলেও ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: পত্নীর সহ= পত্নীসহ, কন্যার সহ= কন্যাসহ, সহোদরের প্রতিম= সহোদরপ্রতিম/ সোদরপ্রতিম ইত্যাদি।

- কালের কোনো অংশবাচক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে বসে। যেমন: অহ্নের (দিনের) পূর্বভাগ= পূর্বাহ্ন।

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস** বলে।

গাছপাকা-

মনমরা-

ঘাড়ধাক্কা-

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে কোনো কোনো সময় ব্যাসবাক্যে পরপদ সমস্তপদের পূর্বে আসে।

পূর্বে ভূত=

পূর্বে অশ্রুত=

পূর্বে অদৃষ্ট=

অলুক তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না পেয়ে তৎপুরুষ সমাস হলে তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে।

'অলুক' শব্দের অর্থ অ-লোপ, অর্থাৎ লোপ না হওয়া। যেমন : সোনার তরী = সোনার তরী খেলার মাঠ = খেলার মাঠ ইত্যাদি।

সব তৎপুরুষ সমাসই অলুক হতে পারে। যেমন :

অলুক তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস : যেমন : চোখ দিয়ে দেখা = চোখে-দেখা। এ রকম : কলে-ছাঁটা, ঘিয়ে-ভাজা, জলে-ভেজা, দায়ে-কাটা, পায়ে-চলা, পোকায়-কাটা, বাঁশে-বাঁধা, বানে-ভাসা, রঙে-আঁকা, রোদে-পোড়া, শিশির-ভেজা, সাপেকাটা, সুরে-বাঁধা, হাতে-গড়া ইত্যাদি।

অলুক চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস : যেমন : খেলার জন্যে মাঠ = খেলার মাঠ। এ রকম : চায়ের কাপ, গায়ের চাদর, নাচের নূপুর, তেলের শিশি, পড়ার টেবিল, পাকের ঘর ইত্যাদি।

অলুক পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস: যেমন : ঘানি থেকে তেল = ঘানির তেল, তিলের তেল, কলের জিল, নাকের জল।

অলুক্ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস: যেমন : খবরের কাগজ = খবরের কাগজ। এ রকম : চিনির কল, গরুর দুধ, চোখের বালি, টাকার কুমির, ডুমুরের ফুল, তাসের ঘর, পায়ের চিহ্ন, মনের মানুষ, মামার বাড়ি, মগের মুল্লুক ইত্যাদি।

অলুক সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস: যেমন : অরণ্যে রোদন, গোড়ায় গলদ, ঘিয়ে-ভাজা, ছাঁচে ঢালা, দায়ে ঠেকা, দিনে ডাকাতি, নাকে খত, পায়ে ধরা, মনে রাখা, সোন। এ রকম : কলেজে পড়া, কলে ছাঁটা, গায়ে সোহাগা, দায়ে পড়া ইত্যাদি।

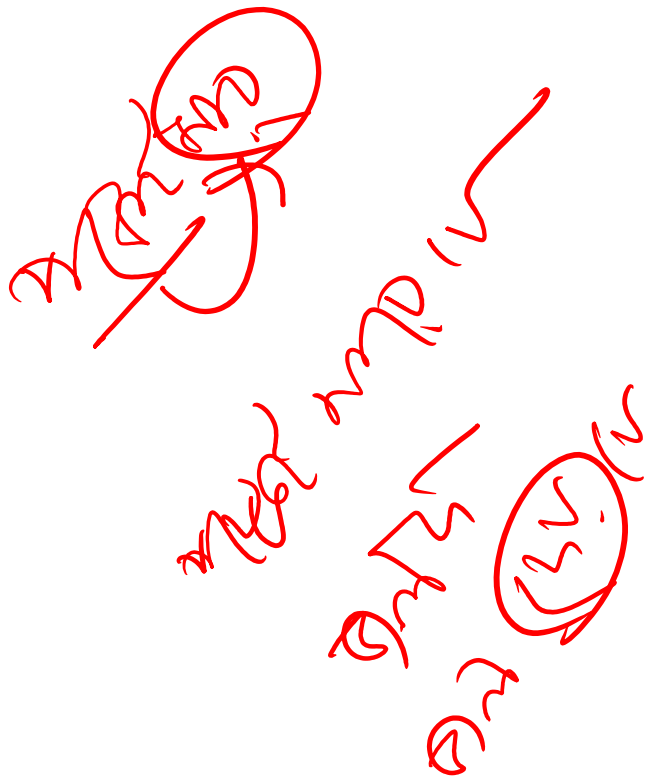

উপপদ তৎপুরুষ সমাস : কোনো শব্দকে বিশ্লেষণ করলে যদি প্রথমে একটি পদ, তারপর একটি ধাতু এবং শেষে একটি প্রত্যয় পাওয়া যায়, তা হলে পদটিকে ‘উপপদ’ বলে। ‘উপপদ' শব্দের অর্থ— সমীপবর্তী বা নিকটবর্তী পদ। ধাতুর সঙ্গে উপপদের সমাসকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে।

উপপদ তৎপুরুষ সমাস

‘সে পা-চাটা কুকুর’ বাক্যে ‘পা-চাটা’ সমাসবদ্ধ পদ; এর ব্যাসবাক্য হল ‘পা চাটে যে'। এখানে ‘পা’ উপপদের রাজকন্যা, র সঙ্গে ‘চাট্’- ধাতুর সমাস হয়েছে এবং ধাতুর পরে ‘আ’- প্রত্যয় (চাট + আ) যুক্ত হয়ে ‘পা-চাটা’ পদ তৈরি হয়েছে। এ , জন্যই ‘পা-চাটা’ উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

যেমন : জলে চরে যে = জলচর, গৃহে অবস্থান করে যে = গৃহস্থ,

মানুষ খায় যে = মানুষ খেকো। (বাঘ), সর্বনাশ করে যে = সর্বনাশা/সর্বনাশী ইত্যাদি।

জল দেয় যে = জলদ, সত্য বলে যে = সত্যবাদী, অগ্রে জন্মে যে = অগ্রজ

কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয় উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে।

উপপদ – কৃদন্ত পদের পূর্বপদ

কৃদন্ত পদ – কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদ

কৃদন্ত- চল + আ

জলচর- জলে চরে যে

চর+এ

ছেলেধরা – ছেলে ধরে যে

শেষে যে বা যা থাকে

অনধিক -

অনুর্বর -

অসৎ -

পরপদের প্রাধাণ্যরেখে নাবাচক

নঞ্ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে

যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে **নঞ্**

তৎপুরুষ সমাস বলে

বহুব্রীহি সমাস

বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার= বহুব্রীহি

যে **সমাসে** সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে **বহুব্রীহি সমাস** বলে।

বহুব্রীহি সমাসে সাধারণত যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

বহুব্রীহি সমাস

বিশালাক্ষী-

নীলকণ্ঠ-

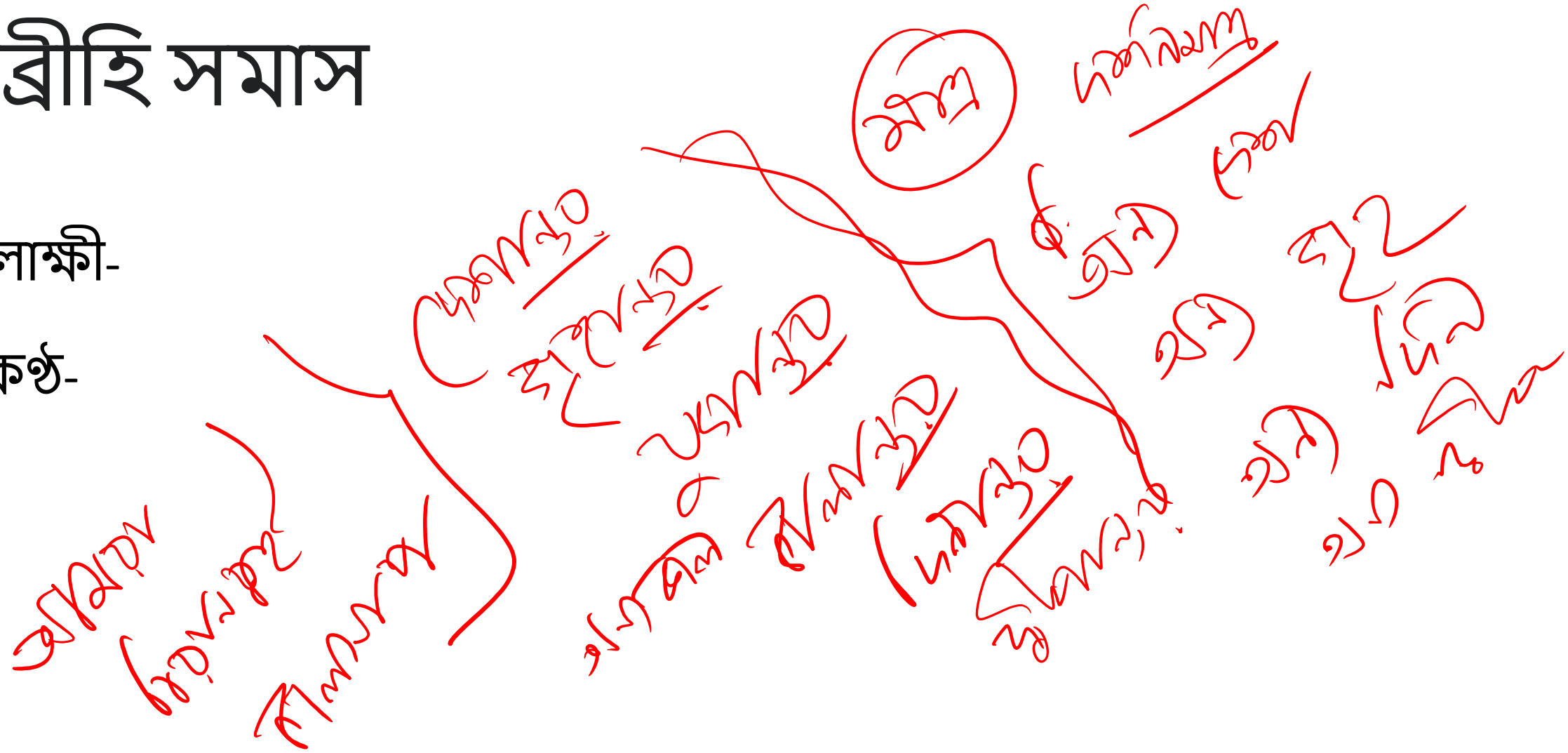

বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি

ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি

ব্যতিহার বহুব্রীহি

নঞ্ বহুব্রীহি

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি

অলুক বহুব্রীহি

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

নঞ্ বহুব্রীহি

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি

পোড়া মুখ যার- মুখপোড়া, দশ ভুজ যার= দশভুজা

পূর্বপদ বিশেষণ আর পরপদ বিশেষ্য হলে **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি** হয়।

ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি

আশীবিষ =

বীণাপাণি =

বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তবে তাকে **ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি** বলে। ।

ব্যতিহার বহুব্রীহি

হাতাহাতি

কানাকানি

ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে **ব্যতিহার বহুব্রীহি** হয়। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং পরপদে 'ই' যুক্ত হয়।

প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে **প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি** বলা হয়।

যেমন: এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার= একচোখা (চোখ+আ),

ঘরের দিকে মুখ যার= ঘরমুখো (মুখ+ও),

নিঃ (নেই) খরচ যার= নি-খরচে (খরচ+এ),

তিন (তে) ভাগ যার= তেভাগা; ভাগ+আ)। এরূপ- দোটানা, দোমনা, একগুঁয়ে, অকেজো, একঘরে, দোনলা, দোতলা, ঊনপাঁজুরে ইত্যাদি।

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায়, তবে তাকে **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি** বলে।

যেমন: বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর= বিড়ালচোখী, হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে= হাতেখড়ি।

অলুক বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে **অলুক বহুব্রীহি** বলে। অলুক বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়।

যেমন: মাথায় পাগড়ি যার= মাথায়পাগড়ি, গলায় গামছা যার= গলায়গামছা (লোকটি)।

এরূপ- হাতে-বেড়ি, কানে-কলম, গায়ে-পড়া, হাতে-ছড়ি, কানে-খাটো ইত্যাদি।

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি** বলা হয়। এ সমাসে সমস্তপদে 'আ', 'ই' না 'ঈ' যুক্ত হয়।

যেমন: দশ গজ পরিমাণ যার= দশগজি, চৌ (চার) চাল যে ঘরের= চৌচালা। এরূপ- চারহাতি, তেপায়া ইত্যাদি।

নঞ্ বহুব্রীহি

ন (নাই) জ্ঞান যার= অজ্ঞান, না (নাই) চারা (উপায়) যার= নাচার, নি (নাই) ভুল যার= নির্ভুল,

বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ্ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুব্রীহি সমাস করা হলে তাকে **নঞ্ বহুব্রীহি** বলে। নঞ্ বহুব্রীহি সমাসে সাধিত পদটি বিশেষণ হয়।

নিত্য সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিয়ে সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না তাকে নিত্য সমাস বলে

- অন্য গ্রাম< গ্রামান্তর
- অন্য দেশে > দেশান্তর
- কেবল দর্শন> দর্শনমাত্র
- অন্য গৃহ > গ্রহান্তর
- কাল সমতুল্য সাপ > কালসাপ
- তুমি আমি ও সে> আমরা
- দুই এবং নব্বই > বিরানব্বই

প্রাদি সমাস

প্র, প্রতি, পরি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয় ।

প্রবচন , প্রভাত, পরিভ্রমণ , অুনতাপ, প্রকৃষ্ট, প্রগতি